মোঃ নাজমুল হক

সাব-রেজিস্ট্রারের বার্তা

বৃটিশদের আগমনের পূর্বে এ দেশের মানুষ দলিল নিবন্ধন সম্পর্কে অবগত ছিলনা । কারণ, প্রাচীনকালে জনসাধারণের নৈতিক চরিত্র ছিল উন্নত । এছাড়া তাদের পারস্পরিক লেনদেন ও আদান-প্রদানের ভিত্তি ছিল বিশ্বাস এবং উন্নত নৈতিকতা । কিন্তু সময়ের বিবর্তনে মানুষের মধ্যে নৈতিক অবক্ষয় ঘটতে থাকে । এদেশ শাসন শুরুর প্রাক্কালে বৃটিশরা যখন জনগণের কাছে নিজেদের বৈধতা অর্জনের জন্য ব্যস্ত ছিল, তখন দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছিল । সুদূরপ্রসারী সামাজিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষ বিরাজমান থাকায় স্বার্থান্বেষী লোকজন অন্যের জমি বেআইনিভাবে দখল করাসহ সরকারি রাজস্ব প্রদান থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে জাল-জালিয়াতির আশ্রয়ে ভূয়া দলিল উপস্থাপন করতে শুরু করে । পুরনো আমলের নিয়ম-নীতি ও সততা ভুলে গিয়ে এসব লোক দুর্নীতি, জালিয়াতি, প্রতারণা ইত্যাদি অসৎ কাজে লিপ্ত হতে থাকে । এই পরিস্থিতিতে বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যে বিরাজমান বিরোধ নিষ্পত্তি, জাল-জালিয়াতি রোধ এবং রাজস্ব আদায় সুশৃঙ্খল করার উদ্দেশ্যে দলিল নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করার পদ্ধতি চালু হয় ।

তাই এটা বলার অবকাশ নাই যে, রেজিস্ট্রেশন বিভাগ এ উপমহাদেশের প্রাচীনতম একটি প্রতিষ্ঠান এবং এর কার্যক্রম পরিচালিত হয় মূলত মাটি ও মানুষকে ঘিরে । ফলে, দেশের আপামর জনগণের সাথে এ বিভাগ সরাসরি সম্পৃক্ত । জনসাধারণকে সেবা প্রদানের পাশাপাশি এ বিভাগ সরকার এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে রাজস্ব ও করাদি আহরণ করে থাকে । সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথ্যের অবাধ প্রবাহের মাধ্যমে জনসাধারণকে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে উন্নত ও কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ । তাই আমরা নিবন্ধন সম্পর্কিত সব তথ্য, সেবার তালিকা ও নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট সব খরচের হিসাব জাতীয় তথ্য বাতায়ন সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাটের ওয়েবসাইট (sr.hatibandha.lalmonirhat.gov.bd) এ আপলোড করেছি । এছাড়া এসব তথ্য অত্র কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডেও দেওয়া আছে । উপর্যুক্ত তথ্য এখানে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যা আপামর জনসাধারণ দলিলের প্রকৃতি অনুযায়ী নিবন্ধন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যকরণ ও এতদসংশ্লিষ্ট সব খরচের হিসাব নিজেই করিতে পারিবেন । এরপরও নিবন্ধন সম্পর্কিত কোন বিষয় বুঝতে সমস্যা হলে সরাসরি সাব-রেজিস্ট্রারের পরামর্শ গ্রহণ করুন ।